পুষ্যা নক্ষত্র যোগে তু শুক্লং সূত্রং প্রসারয়েৎ।
কার্পাসং বাল্বজং চাপি বাল্কলং মৌঞ্জমেব চ।।
সূত্রং বুধৈস্তু কর্ত্তব্যং যস্য চ্ছেদো ন বিদ্যতে।।
(না.শা.২/২৭খ-২৮)

সূতো শক্তভাবে নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো মাপের সময় টানাটানিতে তা যেন কোনভাবেই তা ছিন্ন না হয়। কারণ, সূতো ছিন্ন হলে তা অমঙ্গলজনক। রঙ্গভূমি পরিমাপের সময় সূতো ছিন্ন হলে কী কী অমঙ্গল হতে পারে নাট্যশাস্ত্রে তাও উল্লিখিত হয়েছে। সূতোর অগ্রভাগ ছিন্ন হলে স্বামী তথা প্রেক্ষাগৃহের অধিকর্তার মৃত্যু হতে পারে, সূতো তিন টুকরো হলে রাষ্ট্রের প্রজাবৃন্দের ক্রোধ উৎপন্ন হতে পারে তথা প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিতে পারে, সূতো চার টুকরো হলে নাট্য প্রযোক্তার মৃত্যু হতে পারে। সূতো হাত থেকে পড়ে যাওয়াও অমঙ্গল জনক।

অর্ধচ্ছিন্নে ভবেৎ সূত্রে স্বামিণো মরণং ধ্রুবম্।
ত্রিভাগচ্ছিন্নয়া রজ্জ্বা রাষ্ট্রকোপো বিধীয়তে।।
ছিন্নায়াং তু চতুর্ভাগে প্রযোক্তুর্নাশ উচ্যতে।
হস্তপ্রভ্রষ্টয়া বাপি কশ্চিত্ত্বয়োপচয়ো ভবেৎ।।
না.শাঃ ২।২৯। ৩০

ফলে রঙ্গালয়ের ভূমির পরিমাপের সময় কর্ত্তৃপক্ষকে সর্বদা সূতোর সুরক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

তস্মানিত্যং প্রযত্নেন রজ্জুগ্রহণমিষ্যতে।
কার্য্যং চৈব প্রযত্নেন মানং নাট্যগৃহস্য তু।। (না.শা.২।৩১)

রঙ্গালয়কর্ত্তৃপক্ষ দান-দক্ষিণায় তুষ্ট করলে ব্রাহ্মণগণ শুভ তিথিতে শুভক্ষণে শুভ দিনটি নির্ধারণ করে দেবেন। তারপর সূতোর উপর শান্তিজল বিকিরণ করে রঙ্গালয় কর্তা পরিমাপের জন্য সূতোর বিস্তার করবেন।

মুহূর্ত্তেনানুকূলেন তিথ্যা সুকরেণ চ।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়িত্বা তু পুণ্যাহং বাচয়েত্ততঃ।।
শান্তিতোয় ততো দত্ত্বা ততঃ সূত্রং প্রসারয়েৎ।
(না.শা. ২।৩২-৩৩ক)

৪ মত্তবারণী

মত্তবারণী নাট্যশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দবিশেষ। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে 'মত্তবারণী' শব্দের আরও কতকগুলি পর্যায়শব্দ পাওয়া যায়, যেমন—উৎকারিকা, নাট্যমাতৃকা, বিশ্বম্ভ, নাট্যমাতৃ, শ্রী, মেধা, হ্রী, লক্ষ্মী, মতিমন্ত্র, মেধামন্ত্র, লক্ষ্মীমন্ত্র, মিত্রমন্ত্র, গরুড়মন্ত্র,

ইন্দ্রমন্ত্র, ভূতমন্ত্র, কামপালমন্ত্র, পিতৃমন্ত্র, গুহ্যক, বিষ্ণুমন্ত্র, সরস্বতীমন্ত্র ইত্যাদি।

কলাতত্ত্বকোষ (Vol.III) গ্রন্থে 'মত্তবারণী' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— 'Mattavarani (मत्तवारणी) lit. that which stabilises the intoxicated ones or which has intoxicated elephent'; two side corridors of the stage used for peripheral acting or partial entry/exit.

নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত মত্তবারণীর কোন সংজ্ঞা না দিলেও ইহার সন্নিবেশস্থল ও প্রকৃতির স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হয়েছে—

রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্ত্তব্যা মত্তবারণী।।
চতুঃস্তম্ভ সমাযুক্তা রঙ্গপীঠ প্রমাণতঃ।
অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন কর্ত্তব্যা মত্তবারণী।।
উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্ত্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্।

রঙ্গীপীঠের প্রতি পার্শ্বে মত্তবারণী নির্মাণ করতে হবে। ইহাতে চারটি স্তম্ভ থাকবে। ইহা রঙ্গমঞ্চের তলদেশ থেকে দেড়হাত উঁচু ও চারটি স্তম্ভযুক্ত হবে। রঙ্গমণ্ডপ হবে মত্তবারিণী দুটির সমান উচ্চ।

এই মত্তবারণী মাল্য, ধূপ, সুগন্ধিদ্রব্য (চন্দন, অগরু প্রভৃতি) বস্ত্র ও নানাবিধ বর্ণে সজ্জিত হবে। এখানে ভূতগণের উপাদেয় উপকরণ, (নৈবেদ্য) প্রদান করতে হবে। স্তম্ভগুলির কুশলের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে পায়স ও কৃসর (তিল মিশ্রিত অন্ন) প্রদান করতে হবে। মত্তবারণী নির্মাণের সময় উক্ত বিধিগুলি পালন করতে হবে।

তস্যাং মাল্যং চ ধূপং চ গন্ধং বস্ত্রং তথৈব চ।
নানা বর্ণানি দেয়ানি তথা ভূতপ্রিয়ো বলিঃ।
পায়সং তত্র দাতব্যং স্তম্ভানাং কুশলায় তু।
ভোজনে কৃসরং চৈব দাতব্যং ব্রাহ্মণাশনম্।
এবং বিধিপুরস্কারৈঃ কর্ত্তব্যা মত্তবারণী।। (না.শা.২/৬৫ঘ-৬৭)

নাটকে কোন বিশেষ বিশেষ দৃশ্য পরিচালনার জন্য মত্তবারণী নির্মিত হতো। রঙ্গপীঠের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য হস্তীশুণ্ডাকৃতি স্তম্ভ বিশিষ্ট হতো মত্তবারণী। কাশীর মহারাজের নির্মিত রাজরঙ্গমঞ্চ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজার রাজপ্রাসাদ স্থিত রঙ্গমঞ্চে হস্তীশুণ্ডাকৃতি মত্তবারণী রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে হস্তী শুভজনক বলে বিবেচিত।

নাট্যাচার্য ভরত বলেছেন- 'রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে কর্ত্তব্যা মত্তবারণী'। অর্থাৎ রঙ্গপীঠ তথা মূল অভিনয় মঞ্চের পাশেই হবে মত্তবারণী। কিন্তু পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদের কেহ কেহ 'পার্শ্বে' শব্দটির 'পশ্চাৎ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। তার অর্থ এই হয় যে, মত্তবারণী রঙ্গপীঠের পশ্চাতে নির্মিত হবে। এই অর্থে রঙ্গপীঠ-রঙ্গশীর্ষের সংযোগস্থলে মত্তবারণী স্থাপিত হবে। ইহাতে সুবিধা হলো রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যিখানে যবনিকা বা পর্দা খাটানোর সুব্যবস্থা হয়।